17 JUL 1991

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

12

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা বনাম গণশিক্ষা

যতই দিন যাচ্ছে, ততই দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই, সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণে কিছু কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করছেন। কিন্তু, তাতে কোন ফল হচ্ছে না। কেন নিরক্ষরতা বাড়ছে, এ ব্যাপারে খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, দেশ স্বাধীন হবার পর— দেশের চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোই নিরক্ষরতার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র। এখানে শিশুরা তাদের শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তুলে। কিন্তু তা আদৌ হয় না। দেখা যায়, বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ২/১ বছর দায়সারাভাবে কিছু দিন বাদে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম নয়। প্রায় প্রতি গ্রামেই একটি করে সরকারী বিদ্যালয় রয়েছে। আবার কোন কোন গ্রামে বহুকাল ধরে একাধিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোতে মোটেই লেখাপড়া হচ্ছে না। আবার বহু ক্ষেত্রে ১ মাইলের মধ্যে ৩/৪টি করে বিদ্যালয়ও চালু আছে। এগুলোতে মোটেই লেখাপড়া হয় না। এককালে প্রতিযোগিতা ভিত্তিক বিনা কারণে ওগুলো সৃষ্টি হয়েছিল। তাই, আজ ঐসব বিদ্যালয়ই নিরক্ষরতা বৃদ্ধি করছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ঐসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রায়ই বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। বিশেষ করে উপজেলা সৃষ্টির পর থেকে শিক্ষকদের ঔদাসীন্য যারপর নাই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাদের বেতন-ভাতা ঠিকই রয়েছে। তারা সরকারী কর্মচারীর পদ মর্যাদা লাভ করে আগের তুলনায় বহুগুণ বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। সে অনুপাতে কাজ তাদের বাড়েনি। তাদের উদাসীনতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জানা যায়, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অসুবিধা রয়েছে।, কেননা, তারা স্থানীয়। আমাদের মনে হয়, ভবিষ্যতে ভোট লাভই তাদের অসুবিধার কারণ। উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ এখন উপজেলার হাতের পুতুল। এ অবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নৈরাজ্য বিরাজ করছে। এ অবস্থার অবসান না ঘটলে কোন কালেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীভূত হবে না। অথচ, এ শিক্ষার জন্য সরকারকে বছরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে।

অবশ্য দেশের চালু বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে ৫টি শ্রেণী থাকলেও ২/১ জনের বেশী শিক্ষক নেই। পল্লীর ৮৫ ভাগ বিদ্যালয়ে এ অবস্থা বিরাজমান। কাজেই, বিদ্যালয়সমূহে সরকারী বা বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগ করে এ সংকটের অবসান ঘটানো সম্ভব। কোন অবস্থায়ই যত্রতত্র বিনা প্রয়োজনে বিদ্যালয় খোলা সমীচীন নয়।

বিদ্যালয়গুলোতে ৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে ওগুলোতেই পল্লীর ৮৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সুষ্ঠুরূপে লেখাপড়া শিখতে পারবে। এবং ওগুলোতেই গ্রামে বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়ে রূপ নিবে। এম এ রশীদ